দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নতুন সরকারের কাছে শিক্ষাঙ্গনের প্রত্যাশা

ডঃ সাখাওয়াত আলী খান

এখন এক নতুন সরকার ক্ষমতায় এবং সংসদে সরকার পক্ষের রয়েছে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা। প্রয়োজনে যে কোন সময় তারা সংবিধানও পরিবর্তন করতে পারবে। এমনি নিরঙ্কুশ যে সরকারের ক্ষমতা, তারা ভবিষ্যতে কি কর্মসূচী নেয়, কি নীতি নির্ধারণ করে, তা দেখার জন্য স্বাভাবিক কারণেই জনগণ উদগ্রীব। জাতির সামনে যে প্রশ্নগুলো একান্ত জরুরী কিন্তু যেগুলোর দীর্ঘদিন যাবৎ সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তেমন প্রশ্নে প্রয়োজনে নতুন কল্যাণকামী আইন প্রণয়ন করে হলেও কঠোর ও সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়ার মত অবস্থানে রয়েছে বর্তমান সরকার।

আমার কর্মক্ষেত্র যেহেতু শিক্ষাঙ্গন, কাজেই সেখানকার কিছু জ্বলন্ত সমস্যা সব সময়ই মনকে আলোড়িত করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা, ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষা জ্ঞানের অপ্রতুলতা, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের প্রাপ্তি ও অবকাঠামোজাত সমস্যাও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। তবে এই সমস্ত সমস্যাবলীর তালিকা উপস্থাপন এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মত গরীব দেশে এই তালিকা প্রস্তুত এমন কোন কঠিন কাজ নয়। এইসব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দায়িত্ব কেবল কর্তৃপক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতাও অযৌক্তিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমানে যেহেতু সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এক নতুন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, কাজেই তাদের কাছ থেকে জনগণের প্রাপ্তির আশাও অবশ্যই বাড়বে। শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করার সমস্যাটি আসলে অনেকটাই দেশের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত, এ কথা এখন আর কোন গোপন বিষয় নয়। এ নিয়ে অনেক লেখালেখিও হয়েছে। কোন কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণ অস্বস্তি এবং বিরক্ত বোধ করলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জনগণের কল্যাণ সাধনের মূল চাবিকাঠি রাজনীতিবিদদেরই হাতে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে সকল দলের রাজনীতিকরাই শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেবেন, এই আকুল আশা নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে সারা জাতি। বর্তমান সরকার তাদের সুবিধাজনক রাজনৈতিক অবস্থান থেকে এ ব্যাপারে নতুন করে উদ্যোগ নিলে হয়ত এ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের মূল কারণগুলো দূর না করে এটিকে দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখার পরিণামে সমস্যাটি খুবই জটিল হয়ে গেছে। এখন কেবল সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং গভীর আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করলেই এই জটিল সমস্যার জট খুলতে পারে। সন্তানের কল্যাণকামী অভিভাবকের মনোভাব নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো যদি তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোকে নির্দেশ-উপদেশ দেয়, তবে আশা করা যায়, অচিরেই এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে।

নতুন সরকার আইনগতভাবে যতই শক্তিশালী হোক, রাতারাতি চমক দেখানোর প্রবণতা থেকে তাদের দূরে থাকাই মঙ্গল। নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক অঙ্গন এখনো নানা কারণে উত্তপ্ত। কাজেই সব ক্ষেত্রেই অবস্থা বুঝে নীতি নির্ধারণ করা দরকার। রাজনৈতিক অঙ্গন আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা কোন পক্ষেরই ঠিক হবে না। তবে যে সরকারই ক্ষমতায় আসবে সমাজের কিছু ক্যান্সার জাতীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা তাদের অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। আমরা জানি সঠিক চিকিৎসায়, আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে সঠিক সময়ের চিকিৎসায় ক্যান্সার নিরাময়ও সম্ভব। জাতির এমনি একটি ক্যান্সার হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা। এই রোগ ভেতরে ভেতরে জাতির জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে ফেলছে। এর পরিণামে শিক্ষিত সমাজের নামে তৈরী হচ্ছে এক অদক্ষ, অসৎ এবং প্রায় মূর্খ যাচ্ছে না কিংবা অন্যদিকে হয়ত ঘটনাক্রমে এমন লোকের কাঁধে এমন সব দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে যা বইবার শক্তি তার নেই। তাছাড়া পরীক্ষায় নকল করার জঘন্য অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর নৈতিকতার মানও নেমে যাচ্ছে। এমনিতেই আমাদের সমাজে দুর্নীতি গুরুতর আকার ধারণ করেছে, তদুপরি নকল করার প্রবণতায় আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মক্ষেত্রে ঢুকেই হয়ত অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। সর্বোপরি, নকল প্রবণতা চলতে দিলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কাজেই আর দেরী না করে দেশের সুশীল সমাজকেও এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সুশীল সমাজ কিছুটা সরব হলেও পরীক্ষায় নকল বন্ধের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোচনা হচ্ছে না। অথচ এ ক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলনই হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। কেবল পাবলিক পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় গণমাধ্যমে নকল প্রবণতার কিছু খবর প্রকাশিত হওয়া ছাড়া বাকি সময়ে ব্যাপারটি যেন চাপা পড়ে যায়। অভিভাবক গোষ্ঠীও সংগঠিত হয়ে এ ব্যাপারে তেমন বড় কোন কার্যক্রমে সক্রিয় হচ্ছে না, শিক্ষক সমাজের প্রতিক্রিয়াও এ ক্ষেত্রে মোটেই আশানুরূপ নয়। বরং উল্টোদিকে পরীক্ষার সময় এই খবরও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যেও কেউ কেউ পরীক্ষায় নকল করার কাজে সহায়তা করেন। এরা যে শিক্ষক ও অভিভাবক মহলের কলঙ্ক তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

আমার কর্মক্ষেত্র যেহেতু শিক্ষাঙ্গন, কাজেই সেখানকার কিছু জ্বলন্ত সমস্যা সব সময়ই মনকে আলোড়িত করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা, ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষা জ্ঞানের অপ্রতুলতা, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের প্রাপ্তি ও অবকাঠামোজাত সমস্যাও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। তবে এই সমস্ত সমস্যাবলীর তালিকা উপস্থাপন এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মত গরীব দেশে এই তালিকা প্রস্তুত এমন কোন কঠিন কাজ নয়। এইসব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দায়িত্ব কেবল কর্তৃপক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতাও অযৌক্তিক।

কিছুদিন পূর্বে একটি অঞ্চলভিত্তিক সামাজিক সংগঠনের সভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেখানে আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নকেই প্রধানতঃ উন্নয়ন হিসেবে সনাক্ত করতে দেখেছিলাম। কিন্তু সেইসঙ্গে এলাকার স্কুল-কলেজগুলোতে যে পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে নকল হয়ে থাকে, তা বন্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তেমন আলোচনা হতে শুনিনি। উন্নয়নের ক্ষেত্রে নৈতিকতার উন্নয়ন যে অবকাঠামোগত উন্নয়নের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, এ বিষয়টি মনে হয় তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। অথচ সেই সভায় এলাকার সব ধরনের পেশার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাই উপস্থিত ছিলেন। এই উদাহরণটি দিলাম এই জন্য যে, সমাজের এই ক্যান্সার রোগটি সম্পর্কে আমাদের এক ধরনের উদাসীনতা রয়েছে, যার ফল মারাত্মক হতে বাধ্য।

পরীক্ষায় নকল ছাড়াও শিক্ষার মান নেমে যাওয়ার অপর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। বিশেষ করে অধিকাংশ বেসরকারী স্কুল-কলেজে ইংরেজী ভাষার শিক্ষকের অভাব প্রকট। তবে অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, এইচএসসি

আসে, তাদের মধ্যে যে অধিকাংশ কেবল ইংরেজী ভাষ দুর্বল তা-ই নয়, বাংলাতেও অনেকেই শুদ্ধ করে লি পারে না। মনে হয় দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে ইংরে বাংলা নির্বিশেষে ভাষা শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াটাই দুর্বল গেছে। কেন এমন হয়েছে সে ব্যাপারে ভালভ অনুসন্ধান করা দরকার, প্রয়োজনে গবেষণা কার্য চালানো যেতে পারে। তবে অনুমান করা যায় যে, ছ ছাত্রীরা টেক্সট বই পড়ে না, প্রধানতঃ নির্ভর করে বই-এর উপর। এটি ভাষার ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতার এ প্রধান কারণ হতে পারে। তদুপরি ইংরেজী, ভা শিক্ষাদানের মত শিক্ষকের অভাব, বিশেষ করে মফঃস্বা বেসরকারী স্কুল-কলেজে নাকি এতই প্রকট যে, বিষয়ের শিক্ষকরা সেখানে ইংরেজী ক্লাস নিতে বাধ্য হ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংকটের কারণে বেতনে ইংরেজীর শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয় এমনিতেই শিক্ষকতা পেশায় বেতন ও মর্যাদা কম, প্রকৃত দক্ষ লোকেরা এই পেশায় আকৃষ্ট হন অপরদিকে ভাল ইংরেজী জানা মানুষেরা সহজেই রাজ বা অন্য বড় শহরে অপেক্ষাকৃত ভাল চাকরি পেয়ে য এভাবেই শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াটি ক্রমশঃই আরো দুর্বল দরিদ্র হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায়, শিক্ষকতা পেশার বে ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার। এছাড়া ইংরে শিক্ষার জন্য সরকারী খরচে অপেক্ষাকৃত বেশী বেত শিক্ষক নিয়োগ করে কিছু আঞ্চ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা যেতে প সেখানে এলাকার স্কুল-কলেজ থে এসে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স সুযোগ মত ইংরেজী শি পারবে।

এই সমস্ত ইন্সটিটিউটে মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী বি ধরনের কোর্স রাখা যেতে পা বাংলা ভাষার শিক্ষকদের জ সরকারী খরচে কিছু ট্রেনি কো ব্যবস্থা করা যায় যাতে তাদের শিক্ষাদানের দক্ষতা বৃদ্ধি পা আধুনিক উপায়ে পঠন-পাঠন পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ ভাষা শিক্ষার আরো কার্য পরিবেশ গড়ে তোলা বর্তমানে অত্যন্ত জরুরী পড়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, স্কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী অবশ্যই যথাসময়ে স্বল্পমূল্যে এবং দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপ সকল প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই দূর করতে হবে। অ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপক দায়িত্ব দিতে হবে, যাতে কোন অবস্থাতেই পাঠ্যবই ছাত্র-ছাত্রীদের ভোগান্তি না হয়।

অনেক স্কুল-কলেজ বিশেষ করে বেসরকারী কলেজের ঘর ও ভবনগুলো অত্যন্ত জরাজীর্ণ। দে প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষক বসার কক্ষের স্বল্পতা ও ক্লাস রুমের সমস্যা রয়ে এইসব অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে অবশ্যই আরো অর্থ ব করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত, সুন্দর-সুদৃশ্য পরিবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা দরকার। সংখ্যায় অল্প হ রাজধানীর কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য স্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও শি উপকরণের উপস্থিতি এ ক্ষেত্রে যে বৈষম্যের সৃষ্টি করে এই সত্যটি সরকারী মহলের হৃদয়াঙ্গম করা দর শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য যত কমিয়ে আনা যায় ততই নতুন সরকার এই বিষয়টির প্রতিও যথাযথ গুরুত্ব আশা করি। ❑

[লেখকঃ অধ্যাপক, গণ